গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.haj.gov.bd

বিষয়ঃ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৯ হিজরি/ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ এর নির্দেশনা অনুযায়ী হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকর্তৃক নিজ ব্যবস্থাপনায় ট্রলিব্যাগ ক্রয়/সংগ্রহ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মো: আনিছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ ও সময়	:	০৭/০৩/২০১৮ খ্রি. বেলা ১২.০০ টা, রোজ: বুধবার
স্থান	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-১৫১৫, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভায় কর্মকর্তাদের উপস্থিতির তালিকা সংযোজনী 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি জানান যে, ২০১৮ খ্রি. সনের হজ মৌসুমে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৯ হিজরি/ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ এর আলোকে হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের ট্রলিব্যাগ এবং হাতব্যাগের অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ-২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত না করায় উক্ত দুটি সামগ্রী (ট্রলিব্যাগ ও হাতব্যাগ) স্থানীয় বাজার থেকে হজযাত্রী কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে সংগ্রহ করার জন্য হজ প্যাকেজ ও নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হতে হজে গমনকারী সকল ব্যক্তি যাতে বাংলাদেশের পতাকা খচিত এবং নির্দিষ্ট আকারের ট্রলিব্যাগ বাজারে সহজ ভাবে পেতে পারে বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মওজুদ থাকে সে লক্ষ্যেই অদ্যকার এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, বিগত বছরগুলোতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজে ট্রলিব্যাগের অর্থ অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের ব্যাগ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে হজ এজেন্সীজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) কর্তৃক সরবরাহ দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে যথাসময়ে এবং মান সম্মত ব্যাগ পেতে হজযাত্রীদেরকে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৭ খ্রি. সনের হজে ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে ট্রলীব্যাগ সরবরাহ না দেওয়ায় কিছু সংখ্যক হজযাত্রীদেরকে তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং তার পরিবর্তে নগদ অর্থ তাঁদেরকে পরিশোধ করতে হয়েছে। তাই এ বছরে হজযাত্রীগণ যাতে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী এবং মানসম্মত ব্যাগ সহজেই পেতে পারেন সে জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে উপস্থিত সকল ব্যবসায়ীনেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হয়।

০৩। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে আরো জানান যে, ২০১৮ খ্রি. সনে প্রায় ১,২৭,২৯৮ জন হজযাত্রী পবিত্র হজে গমন করবেন। আগামী ১৪ ই জুলাই, ২০১৮ খ্রি. তারিখ থেকে ১ম ফ্লাইট শুরু হবে। তখন থেকেই ট্রলিব্যাগের চাহিদা বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ীগণকে মনে রাখতে হবে যে, হজ প্রতিবছরই আসবে এবং ব্যাগের চাহিদা প্রতি বছরই থাকবে। এক্ষেত্রে বাজারে যাতে মানসম্মত এবং নিদিষ্ট চাহিদা বা কারিগরি বিনিমার্ণের ব্যাগ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ থাকে সে বিষয়ে সভাপতি সকলকে অনুরোধ জানান। ট্রলিব্যাগের উপরিভাগে বাংলাদেশের পতাকার ছবি এবং বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে বাংলাদেশের নাম লিখা থাকতে হবে। সভায় গত বছরের একটি ব্যাগের নমুনা প্রদর্শন করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে তাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করেন। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ট্রলিব্যাগ ও কিটব্যাগের পর্যাপ্ত মওজুদ রাখা হলেও বিক্রি হবে তার নিশ্চয়তার বিষয় জানতে চান। এর প্রেক্ষিতে সভাপতি উল্লেখ করেন প্রত্যেক হজযাত্রীকে বাংলাদেশের পতাকা সম্বলিত ট্রলিব্যাগ নিজেকে ক্রয় করতে হবে মর্মে এসএমএস এর মাধ্যমে এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে একাধিকবার জানিয়ে দেয়া হবে। তবে মূল্য ও মান অবশ্যই ব্যবসায়ীগণকে নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

০৪। সভায় আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) আগামী ১৪৩৯ হিজরি/২০১৮ খ্রি. সনের সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট আকার ও মানসম্মত ট্রলিব্যাগ বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(খ) ট্রলিব্যাগ বাংলাদেশের পতাকা খচিত হবে এবং বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে বাংলাদেশের নাম লিখা থাকতে হবে;

(গ) সম্মানিত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের ট্রলিব্যাগ সংগ্রহের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে হাজীদের অবহিত করা;

(ঘ) ট্রলিব্যাগ প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে যথাশীঘ্র বৈঠক করা।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলের সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
১২.০৩.২০১৮
মো: আনিছুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হবে:

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (হজ),ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকা।
৪. উপসচিব (হজ),ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. জনাব আতিয়ার রহমান, সভাপতি, বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট লেদার ব্যবসায়ী সমিতি, ১০ এ, বায়তুল মোকাররম, বিউটি লেদার স্টোর, ঢাকা।
৬. জনাব এ.কে.এফ. ফারুক, সেক্রেটারী, বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট লেদার ব্যবসায়ী সমিতি।
৭. জনাব আব্দুস সাত্তার, সার্ভিস লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৮. জনাব শহিদ হাজী, ডালিমস লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৯. জনাব নূর মোহাম্মদ, বেঙ্গল লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১০. জনাব মো: জামাল সরকার, সরকার লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১১. জনাব কাজি সফিক, শফিক লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১২. জনাব মো: আনোয়ার, গ্রামীণ লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১৩. জনাব রকিুল ইসলাম, ভ্যারাইটি স্টোর, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১৪. জনাব মো: মোজাম্মেল হক পাঠান, আহসান স্টোর, ২৫৭ গর্ভমেন্ট নিউ মার্কেট, ঢাকা।
১৫. জনাব এহতাসামুল হক, সাউলি ট্রেডার্স, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা।
১৬. জনাব শাহ আলম, জেনিয়াল কর্পোরেশন, ৩৮ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।
১৭. জনাব মো: জসিম উদ্দিন ভূঁইয়ান, প্রোপাইটার, লেদার মিউজিয়াম, ২৬ শাহবাগ বিপনী বিতান, ঢাকা।
১৮. জনাব মো: রফিক ভূঁইয়া, মুনলাইট, ২৫ শাহবাগ বিপনী বিতান, ঢাকা।
১৯. জনাব মো: কামাল উদ্দিন, টি ট্রাভেলস, ১৮ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
২০. জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, কাজী লেদার, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
২১. জনাব নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া, বাদশাহ লেদার, ১০৮/১১০ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.০৭.০০১.১৬.৩২৮

তারিখ: ১৫.০৩.২০১৮ খ্রি.

সদয় জ্ঞতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩. মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক-১০)।

৪. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব।

৫. পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকা।

৬. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ৩০/এ নয়াপল্টন, ঢাকা (সকল এজেন্সিকে অবহিত ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লি:, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮. অফিস কপি।

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৪৩২২
ফ্যাক্স: ৯৫১১১১৬
e-mail:morahajsection@gmail.com